

# বাংলা ভাষার জন্মকথা হুমায়ুন আজাদ

## ৬ গদ্যটির মূলকথা

'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে লেখক বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ভাষার ধর্ম বদলে যাওয়া। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। শব্দেরও বদল ঘটে এবং সেই শব্দের অর্থেরও। এক সময় ধারণা করা হতো, বাংলা এসেছে সংস্কৃত থেকে। কিন্তু সংস্কৃত ছিল লেখার ভাষা। আর প্রাকৃত ছিল মুখের ভাষা। বিশ শতকের গোড়ার দিকে মানুষের ধারণা হয়, প্রাকৃত ভাষা থেকে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলোর জন্ম হয়েছে। জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন প্রথম ভারতীয় উপভাষা নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেন এবং দেখান যে, মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও মনে করেন, মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। তবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, গৌড়ী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।



## ৭ গদ্যটির শিখনফল : গদ্যটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারব।
- শিখনফল-২ : বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।
- শিখনফল-৩ : ভাষার ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারব। [রা. বো. '১৪]

## ৮ লেখক-পরিচিতি

নাম : হুমায়ুন আজাদ।

জন্ম পরিচয় : জন্ম তারিখ : ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : মুসীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার রাঢ়িখাল গ্রাম।

শিক্ষাজীবন : মাধ্যমিক : রাঢ়িখাল স্বার জগদীশচন্দ্র বসু ইনসিটিউশন। উচ্চ মাধ্যমিক : ঢাকা কলেজ। স্নাতক : বিএ (সম্মান) বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চতর শিক্ষা : এমএ (বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; পিএইচ-ডি, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়।

পেশা : অধ্যাপক— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাহিত্যকর্ম : জলরাঙ্কস, খরাদাহ, একান্তরের হৃদয়ভস্য, বাবুদ পোড়া প্রহর, লাল নীল দীপাবলি, কতো নদী সরোবর, বাঙ্গলা ভাষা, ভাষা আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি, অলৌকিক ইন্সিমার, জুলো চিতাবাঘ, সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, কাফনে মোড়া অশ্ববিন্দু, ছাপ্পান হাজার বর্গমাইল, রাজনীতিবিদগণ, যাদুকরের মৃত্যু ইত্যাদি।

পুরস্কার : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৭)। মৃত্যু : ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।



## ৯ উৎস-পরিচিতি

'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধটি হুমায়ুন আজাদের 'কতো নদী সরোবর বা বাঙ্গলা ভাষার জীবনী' প্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে।

## ১০ পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার জন্মকথা জানতে পারবে। বাংলা ভাষা যে সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তার মমত্ববোধ জাগবে।

## ১১ শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

স্পষ্ট — সুব্যক্ত, খোলাখুলি, কিছু গোপন নেই এমন, প্রকাশিত।

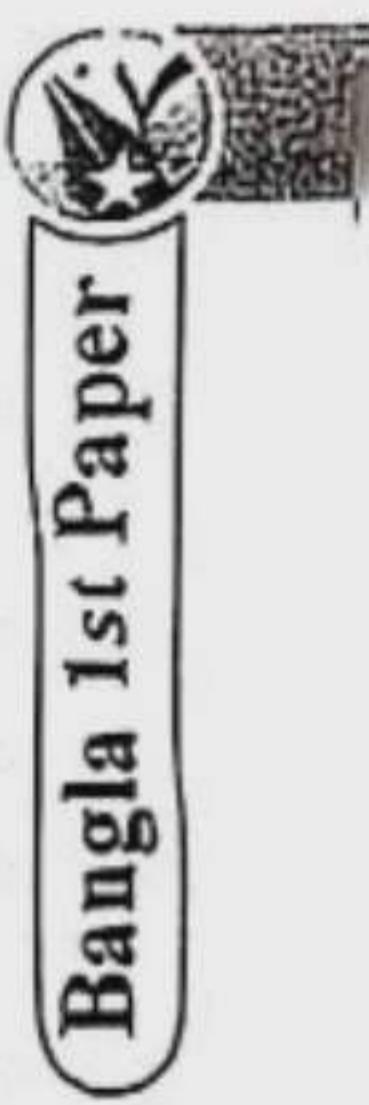
- |           |  |
|-----------|--|
| জননী      | — মাতা, জন্মদাত্রী, উৎপাদিকা, উৎপাদনকারিণী।          |
| কথ্য      | — কথায় ব্যবহৃত, কথনীয়, কথনযোগ্য, কথিত।             |
| বিস্তৃত   | — প্রসারিত, ব্যাণ্ড, ছড়ানো, বিছানো।                 |
| উৎপন্ন    | — উভৃত, জাত, সৃষ্টি, নির্মিত, উৎপাদিত, প্রস্তুত।     |
| আত্মায়তা | — জ্ঞাতিত্ত্ব, হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব, আপনজনসূলভ সম্পর্ক। |

## ১২ বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

অপ্রত্যঙ্গ	অস্টাধ্যায়ী	আত্মীয়তা	আব্রাহাম	উৎপত্তি	ঝর্ণেদ	কল্পিত	খিটপূর্বৰ্দ্ধ	খিটাব্দ	গৌড়ী
গ্রিয়ারসন	ঘনিষ্ঠ	ধ্বনি	পাণিনি	পুরস্কার	ভাষাতত্ত্বিক	মাগধী	মারাঠি	মৈথিলি	সংস্কৃত





- ইফতি পিয়ার পঠিত ২ নং বৈশিষ্ট্যটি 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে যথার্থ।
  - ভাষা গতিশীল। মানুষের মুখে মুখে বদলাতে থাকে ভাষা। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার বর্তমান রূপ সেই ভাষার পূর্ব রূপের পরিবর্তিত ফল।
  - 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধটিতে লেখক বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লেখক বলেছেন, মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি, রূপ বা অর্থ। বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে ভাষার রূপ পরিবর্তন হয়, পরিবর্তন ঘটে স্থান ও কালের জন্য। এই বিষয়টি উদ্দীপকের ইফতি পিয়ার পঠিত ২. নং বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে ইফতি পিয়া জেনেছে কালের পরিক্রমায় একটি ভাষার স্থানিক ও কালিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বহুরূপী হয়ে ওঠে।

- উদ্দীপকের ২ নং বৈশিষ্ট্যে থাকাশ পেয়েছে ভাষার স্থানিক ও কালিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বহুরূপী হয়ে ওঠার কথা। এছাড়াও বলা হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের কথা। আলোচ প্রবন্ধেও বলা হয়েছে, ইউরোপ ও এশিয়ার বেশকিছু ভাষার ধ্বনিতে শব্দে মিল রয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, এ ভাষাবংশটির নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। যে ভাষাবংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে হাজার হাজার ভাষা। অর্থাৎ স্থান ও কালের বৈশিষ্ট্যে ভাষার পার্থক্য সৃষ্টি হলেও একই ভাষাবংশের হওয়ায় এগুলোর মধ্যে গভীর মিলও পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যাব যে, ইফতি পিয়ার পঠিত ২ নং বৈশিষ্ট্যটি আলোচ্য প্রবন্ধের আলোকে যথার্থ।

## ► গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

## টপিকের ধারায় প্রণীত



## সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রক্ষেপ ও উত্তর

ମୂଲପାଠ ▶ ପାଠ୍ୟବିହୀନ ପୃଷ୍ଠା 68

- ১.** ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যারা গবেষণা করেন তাদের  
বলে— [ঢ. বো. '১৯]

  - (ক) বৈদিক
  - (খ) প্রাবন্ধিক
  - (গ) ভাষাতাত্ত্বিক
  - (ঘ) সংস্কৃতবিদ

**২.** বৈদিক সংস্কৃত ভাষার সময়কাল কোনটি? [ঝ. বো. '১৯]

  - (ক) খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ থেকে ৮০০ অব্দ
  - (খ) খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে ৮০০ অব্দ
  - (গ) খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে ৪০০ অব্দ
  - (ঘ) খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ থেকে ৪০০ অব্দ

**৩.** বাংলা ভাষার উভব ও বিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস কে রচনা করেন? [ঝ. বো. '১৯]

  - (ক) উঠোর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
  - (খ) উঠোর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
  - (গ) উঠোর আনন্দল হাই
  - (ঘ) উঠোর দীনেশ চন্দ্র সেন

**৪.** মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলার উভব— এই যতটি কে পোষণ  
করতেন? [কু. বো. '১৯]

  - (ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
  - (খ) জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন
  - (গ) উঠোর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
  - (ঘ) হুমায়ুন আজাদ

**৫.** ভারতীয় আর্য-ভাষার প্রথম স্তর কোনটি? [ঢ. বো. '১৫]

  - (ক) বৈদিক
  - (খ) প্রাকৃত
  - (গ) আসামি
  - (ঘ) বাংলা

**৬.** সাধারণ মানুষের নিকট দুর্বোধ্য ছিল— [ঢাকা ক্যান্ট. গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

  - (ক) বৈদিক ভাষা
  - (খ) আদি বৈদিক ভাষা
  - (গ) প্রাকৃত ভাষা
  - (ঘ) শুন্ধি ভাষা

**৭.** ‘উৎপত্তি’ শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [ঝাঙ্গেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর]

  - (ক) সূচনা
  - (খ) জন্ম
  - (গ) শুরু
  - (ঘ) উৎপন্ন

**৮.** সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা কোনটি? [ঝাঙ্গেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর]

  - (ক) প্রাকৃত
  - (খ) সংস্কৃত
  - (গ) বৈদিক
  - (ঘ) আর্যভাষা

**৯.** জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে  
যে বিষয়ে মিল লক্ষ করা যায়— [ঝাঙ্গামাটি শরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

  - (ক) দুজন একই দেশের অধিবাসী
  - (খ) দুজনেই ভাষাবিদ
  - (গ) দুজনেই বাংলা ভাষার গবেষক
  - (ঘ) দুজনেই ভাষাবিদ এবং দুজনেই বাংলা ভাষার গবেষক

- |     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
| ১০. | মায়ের কথার মতো কোন দুটি মেয়েটি চলেনি? [রাজ্যামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]                                 | ক) সংস্কৃত<br>গ) মারাঠি  | খ) প্রাকৃত<br>ঘ) বাংলা                                    |
| ১১. | বৈদিক ও সংস্কৃতকে বলা হয় — ভাষা। [দি. বো. '১৯]  | ক) মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা<br>গ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা  | খ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা<br>ঘ) ভারতী-ইউরোপীয় ভাষা        |
| ১২. | সংস্কৃত ভাষা খ্রিস্টপূর্ব কত সালে বিধিবন্ধ হয়েছিল? [ম. বো. '১৯; দি. বো. '১৫]                              | ক) ২০০ সাল<br>গ) ৪০০ সাল   | খ) ৩০০ সাল<br>ঘ) ৫০০ সাল                                  |
| ১৩. | বাংলার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কোন ভাষার? [জ. বো. '১৮]   | ক) আসামি ও গুজরাটি<br>গ) আসামি ও ওড়িয়া   | খ) ওড়িয়া ও মারাঠি<br>ঘ) ওড়িয়া ও পাঞ্জাবি              |
| ১৪. | সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা ছিল কোনটি? [রা. বো. '১৮]  | ক) সংস্কৃত<br>গ) বাংলা   | খ) প্রাকৃত<br>ঘ) মারাঠি                                   |
| ১৫. | পূর্ব মাগধী অপভ্রংশ থেকে উভূত ভাষা কোনটি? [কু. বো. '১৮]  | ক) বাংলা<br>গ) মাগধি   | খ) মৈথিলি<br>ঘ) ভোজপুরিয়া                                |
| ১৬. | কোনটি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা? [চ. বো. '১৮]  | ক) হিন্দি<br>গ) বৈদিক  | খ) সংস্কৃত<br>ঘ) আসামি                                    |
| ১৭. | ভারতীয় আর্য-ভাষার স্তর কয়টি? [ঝ. বো. '১৭; সি. বো. '১৫]   | ক) তিনটি<br>গ) পাঁচটি  | খ) চারটি<br>ঘ) ছয়টি                                      |
| ১৮. | ডষ্টের মুহূর্মদ শহীদুল্লাহর মতে, কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উভব ঘটেছে? [ঝ. বো. '১৭; জ. বো. '১৬; জ. বো. '১৪] | ক) গৌড়ী প্রাকৃত<br>গ) সংস্কৃত   | খ) মাগধী প্রাকৃত<br>ঘ) সৌরসেনী প্রাকৃত                    |
| ১৯. | বাংলার মতো মন্ত্রগুলো কোন ভাষার প্রাচীন রূপ থেকে পাওয়া যায়? [চ. বো. '১৬]                                 | ক) ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যভাষা<br>গ) মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা   | খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা<br>ঘ) আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা |
| ২০. | বাংলার সঙ্গে আসামি ও ওড়িয়া ভাষার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কেন? [সি. বো. '১৬]                                   | ক) তিনটি ভাষা কাছাকাছি এলাকায় বলে<br>খ) পূর্ব মাগধী অপভ্রংশ থেকে উভূত হয়েছে বলে<br>গ) বেদ থেকে তিনটি ভাষা উভূত হয়েছে বলে<br>ঘ) তিনটি ভাষার নীতিমালা একই রকম বলে |   |

- |     |   |                              |                                 |                           |
|-----|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| ২১. | শিটপূর্ব ৪০০ অঙ্কের আগে ব্যাকরণবিদদের সৃষ্টি মানসম্পন্ন ভাষা<br>কোনটি?  | (৩) পালি                     | (৫) সংস্কৃত                     | [সি. বো. '১৬]             |
| ২২. | অব্যবহারে বেদের ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে উঠলে ব্যাকরণবিদরা যে<br>পরিশীলিত, বিধিবন্ধ ভাষা সৃষ্টি করে তার নাম কী? [ব. বো. '১৬] | (৩) বাংলা                    | (৫) সংস্কৃত                     |                           |
| ২৩. | বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে এসেছে?   | (৩) বৈদিক                    | (৫) সংস্কৃত                     | [দি. বো. '১৬]             |
| ২৪. | বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে এসেছে?   | (৩) প্রাকৃত                  | (৫) অপভ্রংশ                     | [কু. বো. '১৫; চ. বো. '১৪] |
| ২৫. | কোনটিকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বলে?   | (৩) প্রাকৃত                  | (৫) অপভ্রংশ                     | [রা. বো. '১৪]             |
| ২৬. | ‘বিধিবন্ধ, পরিশীলিত, শুন্ধ ভাষা’— কোনটি?  | (৩) সংস্কৃত                  | (৫) বৈদিক সংস্কৃত               | [য. বো. '১৪]              |
| ২৭. | ‘মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নেয় বাংলা<br>ভাষা’— ভাষার উৎপন্ন সম্পর্কে এ মত কার?                  | (৩) প্রাকৃত                  | (৫) সংস্কৃত                     | [ব. বো. '১৪]              |
| ২৮. | বাংলা বদলে যায় কেন?  | (৩) তিনটি                    | (৫) চারটি                       | [সি. বো. '১৪]             |
| ২৯. | মাধুর্যের জন্য  | (৩) সৌন্দর্যের জন্য          |                                 |                           |
| ৩০. | গতিশীলতার জন্য  | (৫) ছন্দময়তার জন্য          |                                 |                           |
| ৩১. | ‘মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নেয় বাংলা<br>ভাষা’— ভাষার উৎপন্ন সম্পর্কে এ মত কার?                  | (৩) পাণিনির                  | (৫) সুনৌতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের | [ব. বো. '১৪]              |
| ৩২. | (৫) ডষ্টর সুনৌতিকুমার চট্টোপাধ্যায়   | (৩) ডষ্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ | (৫) আব্রাহাম খ্রিয়ারসনের       |                           |
| ৩৩. | (৩) আব্রাহাম খ্রিয়ারসন   | (৫) পাণিনি                   |                                 |                           |
| ৩৪. | (৩) আব্রাহাম খ্রিয়ারসন   | (৫) ডষ্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ |                                 |                           |
| ৩৫. | ভাষার প্রধান ধর্ম—  | (৩) অপূর্ণ ধাকা              | (৫) বদলে যাওয়া                 |                           |
| ৩৬. | (৫) অপরিবর্তিত ধাকা   | (৩) অর্ধের                   | (৫) খন্দপে ধাকা                 |                           |
| ৩৭. | শব্দ রূপের বদল ঘটলে অনিবার্যভাবে পরিবর্তন ঘটবে—   | (৩) চেহারার                  | (৫) সৌন্দর্যের                  |                           |
| ৩৮. | (৫) আকৃতির  | (৩) অর্ধের                   |                                 |                           |
| ৩৯. | কোন ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় বিদ্যমান?  | (৩) হিন্দি                   | (৫) সংস্কৃত                     |                           |
| ৪০. | (৫) পশতু  | (৩) হিন্দু                   | (৫) হিন্দু                      |                           |
| ৪১. | কোন ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় বিদ্যমান?  | (৩) ফারাসি                   | (৫) ওড়িয়া                     |                           |
| ৪২. | উনিশ শতকের অন্যদল কোন ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক<br>বেশ দূরের?   | (৩) হিন্দি                   | (৫) সংস্কৃত                     |                           |
| ৪৩. | (৫) প্রাকৃত   | (৩) আরবি                     |                                 |                           |

- |   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| ৩৬.   | কোন ভাষাটিকে কথ্য ভাষার মর্যাদা দেওয়া যায় না?                      | [স. বো. '১৪; গ. বো. '১৫; কু. বো. '১৬] |
| ক   | (ক) সংস্কৃত  | (গ) হিন্দি                            |
| ক   | (গ) বাংলা  | (ঘ) প্রাকৃত                           |
| ৩৭.   | সাধারণ মানুষের কথা বলার ভাষা কোনটি?                                  | [ব. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) সংস্কৃত  | (ব) বৈদিক                             |
| ক   | (গ) বৈদিক সংস্কৃত  | (ঘ) প্রাকৃত                           |
| ৩৮.   | বাংলা কোন ভাষাগোষ্ঠী বা ভাষা-বংশের অন্তর্ভুক্ত?                      | [খ. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) ইন্দো-ইউরোপীয়   | (খ) ইন্দো-ইরানীয়                     |
| ক   | (গ) ইন্দো-এশীয়  | (ঘ) ইন্দো-অস্ট্রেলীয়                 |
| ৩৯.   | এশীয় ও ইউরোপীয় বেশকিছু ভাষার মিল রয়েছে কোন বিচারে?                | [ব. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) ধ্বনি বিচারে   | (ব) ঐতিহ্য বিচারে                     |
| ক   | (গ) বাক্যের বিচারে   | (ঘ) সৌন্দর্য বিচারে                   |
| ৪০.   | বেদ বাক্যের অনুসারীরা কোন কারণে শ্লোকগুলো মুখস্থ করে রাখত?           | [ব. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) শাসকের কড়া নির্দেশে   | (ব) বর্গে যাওয়ার বাসনায়             |
| ক   | (গ) পবিত্র বিবেচনা করে   | (ঘ) যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই            |
| ৪১.   | ব্যাকরণবিদদের হাতে সৃষ্টি মানসম্পন্ন ভাষাটির নাম—                    | [ব. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) প্রাকৃত  | (ব) ওড়িয়া                           |
| ক   | (গ) মহারাষ্ট্রীয়  | (ঘ) সংস্কৃত                           |
| ৪২.   | 'সংস্কৃত' ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক আছে কোনটির?                            | [ব. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) বিধিবন্ধ   | (ব) সাংঘাতিক                          |
| ক   | (গ) সংস্কারাঞ্জন   | (ঘ) সংঘবন্ধ                           |
| ৪৩.   | খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অ�্দের দিকে বিধিবন্ধ হয় কোন ভাষা?                  | [ব. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) সংস্কৃত  | (ব) হিন্দি                            |
| ক   | (গ) গুজরাটি  | (ঘ) মারাঠি                            |
| ৪৪.   | বাংলা ব্যতীত আর কোন দুটি ভাষা পূর্ব মাগধী অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিয়েছে? | [ব. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) মেঘিলি ও আসামি   | (ব) আসামি ও ভোজপুরিয়া                |
| ক   | (গ) আসামি ও মাগধি  | (ঘ) আসামি ও ওড়িয়া                   |
| ৪৫.   | ভারত ও বাংলাদেশ ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী অঞ্চলের সবচেয়ে—         | [ব. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) পশ্চিমে  | (ব) পূর্বে                            |
| ক   | (গ) দক্ষিণে  | (ঘ) উত্তরে                            |
| ৪৬.   | গৌড়ী প্রাকৃতের পরিণত অবস্থার নাম কোনটি?                             | [ব. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) অপভ্রংশ  | (ব) সংস্কৃত                           |
| ক   | (গ) গৌড়ী অপভ্রংশ  | (ঘ) প্রাকৃত অপভ্রংশ                   |
| <b>বিপুল শব্দোর্থ ও টীকা ► পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৭০</b> |  |                                       |
| ৪৭.   | নিয়ম ঘারা শাসিত— এককথ্যায় কী বলে?                                  | [ব. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) ধার্ধীন  | (ব) অধীন                              |
| ক   | (গ) বিধিবন্ধ   | (ঘ) রীতি                              |
| ৪৮.   | 'দুর্বোধ্য' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?                               | [ব. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) অসাধ্য   | (ব) অনিয়মিত                          |
| ক   | (গ) পারঙ্গাম   | (ঘ) সহজসাধ্য                          |
| ৪৯.   | ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তরটির নাম কী?                                | [ব. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) বৈদিক  | (ব) সংস্কৃত                           |
| ক   | (গ) প্রাকৃত  | (ঘ) অপভ্রংশ                           |
| ৫০.   | প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম কী?                                 | [ব. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) অপভ্রংশ  | (ব) বৈদিক                             |
| ক   | (গ) মাগধী প্রাকৃত  | (ঘ) গৌড়ী প্রাকৃত                     |
| ৫১.   | প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে—  | [ব. বো. '১৪]                          |
| ক   | (ক) কথ্য ভাষা  | (ব) লেখা ভাষা                         |
| ক   | (গ) শব্দ ভাষা  | (ঘ) নতুন ভাষা                         |

৫২.	প্রাকৃত ভাষাগুলোর বিকৃত রূপ কী?	[য. বো. '১৮]
ক)	ক) বৈদিক	ব) অপভ্রংশ
ব)	গ) সংস্কৃত	ব) বৈদিক সংস্কৃত
৫৩.	'অপভ্রংশ' বলতে কী বোঝায়?	[সি. বো. '১৯]
ক)	ক) পরিমার্জিত	ব) পরিশীলিত
ব)	গ) দুর্বোধ্য	ব) বিকৃত
<b>পাঠের উদ্দেশ্য ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৭০</b>		
৫৪.	'বাংলা ভাষার জন্মকথা' রচনাটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা—	
ক)	ক) ভাষাবিপ্লবী হবে	
ব)	ব) ভাষার জন্মকথা সম্পর্কে জানবে	
গ)	গ) ভাষার পণ্ডিত হবে	
ব)	ব) ভাষাকে ভয় পাবে	
৫৫.	'বাংলা ভাষার জন্মকথা' রচনাটি পাঠ করার ফলে বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষার্থীদের—	
ক)	ক) মমত্ববোধ জাগবে	ব) করুণার উদ্রেক হবে
ব)	গ) ঈর্ষাবোধ উৎপন্ন হবে	ব) বীতশ্রদ্ধা বাড়বে
<b>পাঠ-পরিচিতি ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৭০</b>		
৫৬.	'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধটির লেখক হলেন—	
ক)	ক) মুহম্মদ আব্দুল হাই	ব) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ব)	গ) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	ব) হুমায়ুন আজাদ
<b>লেখক-পরিচিতি ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৭০</b>		
৫৭.	হুমায়ুন আজাদ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?	[দি. বো. '১৪]
ক)	ক) ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে	ব) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে
ব)	গ) ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে	ব) ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে
৫৮.	হুমায়ুন আজাদ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?	
ক)	ক) সুনামগঞ্জ	ব) মুসীগঞ্জ
ব)	গ) কুমিল্লা	ব) মানিকগঞ্জ
৫৯.	রাঢ়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কোন লেখক?	
ক)	ক) হুমায়ুন আজাদ	ব) হুমায়ুন আহমেদ
ব)	গ) শামসুর রাহমান	ব) আল মাহমুদ
৬০.	হুমায়ুন আজাদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের—	
ক)	ক) অধ্যাপক	ব) কর্মচারী
ব)	গ) রেজিস্ট্রার	ব) উপাচার্য
৬১.	'অলৌকিক ইন্টিমার' নামক কাব্যগ্রন্থটির অমর মুস্টা—	
ক)	ক) হুমায়ুন আজাদ	ব) শামসুর রাহমান
ব)	গ) আল মাহমুদ	ব) রফিক, আজাদ
৬২.	'শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শ্রেপা'— কোন ধরনের গ্রন্থ?	
ক)	ক) গল্প	ব) উপন্যাস
ব)	গ) গবেষণা	ব) প্রবন্ধ
৬৩.	হুমায়ুন আজাদের কাব্যগ্রন্থ নিচের কোনটি?	
ক)	ক) লালনীল দীপাবলি	ব) বাক্যতত্ত্ব
ব)	গ) কিশলয়	ব) জুলো বিভাবাঘ
৬৪.	সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য হুমায়ুন আজাদ লাভ করেন—	
ক)	ক) বাংলা একাডেমি পুরস্কার	ব) একুশে পদক
ব)	গ) স্বাধীনতা পুরস্কার	ব) সাহিত্য পুরস্কার
৬৫.	হুমায়ুন আজাদ মৃত্যুবরণ করেন কখন?	
ক)	ক) ২০০১ খ্রিস্টাব্দে	ব) ২০০২ খ্রিস্টাব্দে
ব)	গ) ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে	ব) ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে
৬৬.	হুমায়ুন আজাদ কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?	
ক)	ক) ভারতে	ব) প্যারিসে
ব)	গ) জার্মানিতে	ব) ইতালিতে
৬৭.	'বাক্যতত্ত্ব' গ্রন্থের লেখক কে?	[কু. বো. '১৪]
ক)	ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	ব) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ব)	গ) হুমায়ুন আহমেদ	ব) হুমায়ুন আজাদ

<b>বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর</b>				
৬৮.	প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম এ প্রাকৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—	[চ. বো. '১৭]		
i.	এটি দৈনন্দিন জীবনের ভাষা			
ii.	এটি সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য ভাষা			
iii.	এটি উচ্চ শ্রেণির ভাষা			
নিচের কোনটি সঠিক?				
ক)	ক) i ও ii	ব) i ও iii	গ) ii ও iii	ঘ) i, ii ও iii
৬৯.	সাধারণ মানুষের কাছে বৈদিক ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে কেন?	[সি. বো. '১৭]		
সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো—				
i.	ভাষা বদলে যাওয়ায়			
ii.	শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হওয়ায়			
iii.	শ্বেকগুলো পরিশীলিত নয় বলে			
নিচের কোনটি সঠিক?				
ক)	ক) i	ব) i ও ii	গ) ii ও iii	ঘ) i, ii ও iii
৭০.	নিচের কোনটি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা?	[ব. বো. '১৭]		
i.	বাংলা			
ii.	হিন্দি			
iii.	মারাঠি			
নিচের কোনটি সঠিক?				
ঘ)	ক) i ও ii	ব) i ও iii	গ) ii ও iii	ঘ) i, ii ও iii
৭১.	'বাংলা ভাষার জন্মকথা' রচনায় প্রকাশ পেয়েছে বাংলা ভাষার—	[য. বো. '১৬]		
i.	উৎপত্তির তথ্য			
ii.	বিকাশের দিক			
iii.	পরিণতির কথা			
নিচের কোনটি সঠিক?				
ক)	ক) i ও ii	ব) i ও iii	গ) ii ও iii	ঘ) i, ii ও iii
৭২.	'প্রাকৃত ভাষা' হচ্ছে—	[কু. বো. '১৪]		
i.	গণমানুষের ভাষা			
ii.	শিক্ষিতজনের ভাষা			
iii.	অঞ্চল বিশেষের মানুষের ভাষা			
নিচের কোনটি সঠিক?				
ক)	ক) i	ব) i ও ii	গ) ii	ঘ) ii ও iii
৭৩.	কালের বিবর্তনে পরিবর্তন ঘটে ভাষার— [কামত্তিয়ান মুল এত কলেজ, ঢাকা]			
i.	শব্দের			
ii.	ক্রনির			
iii.	অর্থের			
নিচের কোনটি সঠিক?				
ঘ)	ক) i ও ii	ব) i ও iii	গ) ii ও iii	ঘ) i, ii ও iii
৭৪.	ভাষাবিদ, পণ্ডিত ও গবেষক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন—	[ঢাকা ক্যান্ট. পার্সন পাবলিক মুল ও কলেজ]		
i.	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ			
ii.	পাণিনি			
iii.	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়			
নিচের কোনটি সঠিক?				
ক)	ক) i ও ii	ব) i ও iii	গ) ii ও iii	ঘ) i, ii ও iii
৭৫.	লেখকের মতে সংস্কৃত ভাষা ছিল— [কাস্টমেট পাবলিক মুল, আহনাবাদ, বুন্দেল]			
i.	বিধিবন্ধ			
ii.	পরিশীলিত			
iii.	শুন্ধ			
নিচের কোনটি সঠিক?				
ঘ)	ক) i ও ii	ব) i ও iii	গ) ii ও iii	ঘ) i, ii ও iii

৭৬. প্রতিটি ভাষাতেই এই ভাষাভাষী মানুষ স্বতঃকৃতভাবে—

- i. কথা বলে
- ii. গান গায়
- iii. কবিতা বানায়

নিচের কোনটি সঠিক?

**ক** ③ i. ii ④ i. iii ⑤ ii. iii ⑥ i. ii. iii

৭৭. প্রাকৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো—

- i. এটি প্রাত্যহিক জীবনের কথার ভাষা
- ii. এটি সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য ভাষা
- iii. এটি উচ্চশ্রেণি জনগণের লেখার ও পড়ার ভাষা

নিচের কোনটি সঠিক?

**ক** ③ i. ii ④ i. iii ⑤ ii. iii ⑥ i. ii. iii

৭৮. 'শ্লোক' বলতে বোঝায়—

- i. চার চরণে অন্যমিলযুক্ত সংস্কৃত কবিতাংশ
- ii. দুই পঞ্চত্ত্ব সংস্কৃত কবিতা
- iii. চার লাইনে বিড়ক সংস্কৃত কবিতা বা কবিতাংশ

নিচের কোনটি সঠিক?

**ক** ③ i ④ ii ⑤ iii ⑥ i. ii. iii



### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকটি পড়ে ৭৯ ও ৮০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

"এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙালী সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কৃঠারাঘাত করিলেন। যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙালা ভাষার শ্রীবৃন্দি। সেই দিন হইতে শুক্ত তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

[তথ্যসূত্র : বাঙালা ভাষা— বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

৭৯. প্রবন্ধ সমন্ব্যে উদ্দীপকে অনুসৃত হয়েছে—

- i. বাংলা ভাষার ওপর সংস্কৃতপ্রিয়তার প্রভাব
- ii. বাংলা ভাষায় প্রাণ সঞ্চারের ইতিবাচক সূত্র
- iii. সংস্কৃতকে গ্রহণ করে বাংলার প্রগলভ আচরণের ভাষ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

**ক** ③ i. ii ④ i. iii ⑤ ii. iii ⑥ i. ii. iii

৮০. "টেকচাদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কৃঠারাঘাত করিলেন।" এই বাক্যের 'বিষবৃক্ষ' শব্দটি হলো—

**ক** ③ বাংলা ভাষা ④ প্রাকৃত ভাষা

**গ** ⑤ সংস্কৃত ভাষা ⑥ মৈথিলি ভাষা

## ► গুরুত্বপূর্ণ সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



### শিখনফলের ধারায় প্রণীত



#### প্রশ্ন ৩। বিষয় : ভাষা ও ধ্বনির পরিবর্তন।

ভাষা পরিবর্তনের মুখ্য কারণ ধ্বনির পরিবর্তন। অবশ্য ভাষা পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান। ভাষা পরিবর্তনের প্রধান কারণ উচ্চারণ পদ্ধতি ও ধ্বনির শুভ্রতার দিকের পরিবর্তন বা বিকৃতিগত দিক। ভাষা পরিবর্তনের যে বিভিন্ন কারণ ক্রিয়াশীল, সেগুলি পর্যালোচনার পর ভাষা পরিবর্তনের প্রকৃতিকে দু'দিক থেকে নির্দেশ করা যায় : নিয়মিত ও অনিয়মিত ভাষা পরিবর্তন। যেক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণ সর্বত্র নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করা সহজ, সেখানে ভাষা পরিবর্তনের দিক নির্দিষ্ট ধ্বনি পরিবর্তনরূপে চিহ্নিত করা যায়।

[তথ্যসূত্র : আধুনিক ভাষাতত্ত্ব— আবুল কালাম মনজুর মোরশেদাক, 'অলৌকিক ইস্টিমার' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?]

১. এক হাজার বছর পর বাংলা ভাষা ঠিক এমন থাকবে না। কেন? বুঁবায়ে লেখ।

২. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের সাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা কর।

৩. "উদ্দীপকটি 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ অংশের অতিনির্ধিত্ব করে না।"— মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই কর।

১নং প্রশ্নের উত্তর

॥ শিখনফল ১

**ক** ০ 'অলৌকিক ইস্টিমার' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা হুমায়ুন আজাদ।

**খ** ০ ভাষার বদলে যাওয়া ধর্মের কারণে এক হাজার বছর পর বাংলা ভাষা বর্তমানে রূপে আছে ঠিক এমন থাকবে না।

০ ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া। বাংলা ভাষার জন্ম কোনো গাছ বা মানুষের মতো হয়নি বা কোনো কল্পিত স্বর্গ থেকেও আসেনি। ভাষার বদলের মধ্য দিয়েই জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার। মানুষের মুখে মুখে ব্যবহারের ফলে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। এখন আমরা যে বাংলা ভাষার কথা বলি তা এক হাজার বছর আগে এমন ছিল না। আর এ কারণেই এক হাজার বছর পরও বাংলা ভাষা ঠিক এমন থাকবে না।

**গ** ০ উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের ভাষা পরিবর্তনের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

০ ভাষা নদীর মতো প্রবহমান। এক জায়গায় সেটি স্থির থাকে না। শুরু থেকে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত সেটি এক রকম নেই। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাষা প্রতিনিয়ত আবর্তিত হয়।

০ উদ্দীপকে ভাষা পরিবর্তনের দিকটি বর্ণিত হয়েছে। ভাষা পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হলো ধ্বনির পরিবর্তন। এক্ষেত্রে ধ্বনির উচ্চারণ ও শুভ্রতার দিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধেও ভাষা পরিবর্তনের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ভাষার ধর্মই হচ্ছে বদলে যাওয়া। আজ আমরা যে বাংলা ভাষায় কথা বলি, এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। এক হাজার বছর পরও ভাষা বর্তমানে যে রূপে আছে ঠিক এমন থাকবে না। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। বদল ঘটে শব্দের ও অর্থের। এভাবে উদ্দীপকের ভাষা পরিবর্তনের দিকটির সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে আলোচিত ভাষা পরিবর্তনের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

**ঘ** ০ "উদ্দীপকটি 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না।"— মন্তব্যটি সত্য।

০ ভাষার মাধ্যমে অতি সহজেই মানুষ তার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। মানুষের মুখে মুখে চলতে থাকা ভাষা ধ্বনির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বদলে যায়। বাংলা ভাষাও বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

০ উদ্দীপকে ভাষার পরিবর্তনের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। ধ্বনির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাষার পরিবর্তন ঘটে। ভাষার এ বদলে যাওয়ার বিষয়টি নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে হয়ে থাকে। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধেও ভাষার পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি, বদল ঘটে অর্থের। এভাবেই ভাষার পরিবর্তন হয়। প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে যে, ভাষা কখনো স্থির হয়ে থাকে না। বর্তমান বাংলা ভাষা এক হাজার বছর আগে ঠিক এমন ছিল না। এক হাজার বছর পরেও বলা হয়েছে যে, ভাষা কখনো স্থির হয়ে থাকবে না। বাংলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কেও প্রবন্ধে বলা হয়েছে।

০ 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে আলোচিত ভাষার পরিবর্তনের দিকটি উদ্দীপকেও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার উভব ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে— যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকটি প্রবন্ধের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই বলা যায়, প্রশ়ংসন মন্তব্যটি সত্য।

### প্রশ্ন ৫২ বিষয় : ভাষার জন্ম ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া।

ভাষার জন্ম জীবের জন্মের ন্যায় নয়। অমুক সন তারিখে অমুক ভাষার জন্ম হইয়াছে, এরূপ কথা আমরা বলতে পারি না। ভাষা নদী প্রবাহের ন্যায়, বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন নাম। যখন একটা ভাষা প্রবাহের মধ্যে কোনও সময়ের ভাষা তাহার পরবর্তী ভাষাভাষীদিগের নিকট একটি নতুন ভাষা বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহার নৃতন নামকরণ হইয়া থাকে।

[তথ্যসূত্র : বাংলা সাহিত্যের কথা— মুহম্মদ শহীদুল্লাহ]

- |   |   |
|---|---|
| ক. 'শতাব্দী' শব্দের অর্থ কী?  | ১ |
| খ. 'প্রাকৃত ভাষা' বলতে কী বোঝা?                                       | ২ |
| গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের পার্থক্য দেখাও।    | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্য 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে প্রমাণ কর। | ৪ |

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

**ক.** ০ 'শতাব্দী' শব্দের অর্থ একশ বছর।

**খ.** ০ সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে প্রাকৃত ভাষা বলে।

০ বৈদিক যুগে সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা ছিল প্রাকৃত ভাষা। এ সময় সংস্কৃত ভাষা ছিল সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা। সাধারণ মানুষ এ ভাষায় কথা বলত না। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সমস্ত কাজেই প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করত। তাই প্রাকৃত ভাষা বলতে বোঝায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা।

**গ.** ০ উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের দৃষ্টান্তগত পার্থক্য আছে।

০ ভাষা হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় না। ধীরে ধীরে বিবর্তনের মাধ্যমে ভাষার রূপ বদলে যেতে থাকে। ভাষার ডেতরে যে শব্দের সমষ্টি থাকে, সেই শব্দ সমষ্টি থেকে শব্দের রূপ ও অর্থ পরিবর্তন হতে থাকে। সেই পরিবর্তনই এক সময় ভাষার পরিবর্তনে রূপ নেয়।

০ উদ্দীপকে ভাষার জন্মের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ভাষা জীবের মতো জন্মগ্রহণ করে না। নদী প্রবাহের মতো তার রূপ বা গতিপথ বদলায়। তবে উদ্দীপকে ভাষার পরিবর্তনের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। কিন্তু 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার উৎপত্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নানা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। সেখানে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষ্য থেকে কীভাবে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাসহ একই শাখার অন্যান্য ভাষার জন্ম হয়েছে তার বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দীপকে যে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে তা দৃষ্টান্তসহ দেখানো হয়েছে। এ দৃষ্টান্তগত পার্থক্যই উদ্দীপক ও 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের মধ্যে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে।

**ঘ.** ০ উদ্দীপকের বক্তব্য 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যাযথ সত্য।

০ কোনো এক বিশেষ জাতি-গোষ্ঠীর ভাব প্রকাশের সম্মিলিত ও স্বীকৃত ধ্বনি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ভাষার সূত্রপাত। তবে ভাষার এ জন্মরূপ পরবর্তীতে আর থাকে না। ক্রমেই তা পরিবর্তিত হতে থাকে।

০ উদ্দীপকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহের ভাষার জন্ম বিষয়ক বক্তব্যের একটি অংশ প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, ভাষা জীবের

মতো নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করে না। আবার ভাষা তার পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের কারণে এই ভাষাগোষ্ঠীর কাছেই সেই ভাষার আদি বা মধ্য রূপ অপরিচিত মনে হয়। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার উৎপত্তির বিভিন্ন মতবাদসহ এ ভাষার পরিবর্তনের দীর্ঘ ধারাবাহিক বিবর্তনের রূপটি দেখানো হয়েছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে ক্রমান্বয়ে প্রাকৃত, এরপর অপস্তরে মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার জন্মের ইতিহাসটি এ প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে।

০ 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার জন্মের যে ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে, বাংলা ভাষা পরবর্তীতে তার জন্মরূপ হুবহু আর ধরে রাখতে পারেনি। আজকের বাংলা ভাষা তার আদি রূপ থেকে অনেকাংশেই আলাদা। উদ্দীপকে ভাষার জন্ম ও তার পরিবর্তনের যে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে, আলোচিত প্রবন্ধে ভাষার জন্ম ইতিহাস আলোচনার মাধ্যমে তাই দেখানো হয়েছে। এ কারণেই বলা যায় যে, উদ্দীপকের বক্তব্য 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে মধ্যায়থ সত্য।

### প্রশ্ন ৫৩ বিষয় : বাংলা ভাষার উৎপত্তির অতীত ইতিহাস।

উট্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙ্লা ভাষার জন্মলগ্নের ঘোঞ্জে একটু বেশি অতীতে যেতে ভালোবাসেন। তিনি মনে করেন ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে, অর্থাৎ সপ্তম শতকে, গৌড়ী প্রাকৃত থেকে জন্ম নিয়েছিলো আধুনিকতম প্রাকৃত বাংলা ভাষা।

[তথ্যসূত্র : কতো নদী সরোবর— হুমায়ুন আজাদ]

- |   |   |
|---|---|
| ক. ভারতীয় আর্যভাষার স্তর কয়টি?  | ১ |
| খ. 'ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া'— কথাটি বুঝিয়ে লেখ।  | ২ |
| গ. কোন দিক দিয়ে উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।                   | ৩ |
| ঘ. তৃষ্ণি কি মনে কর উদ্দীপকটি 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিধিত্ব করে? তোমার মতামত দাও। | ৪ |

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

**ক.** ০ ভারতীয় আর্যভাষার স্তর তিনটি।

**খ.** ০ "ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া" বলতে কালের প্রবাহে ভাষার পরিবর্তনশীলতাকে বোঝানো হয়েছে।

০ ভাষা নদীর প্রোতের মতো গতিশীল। ভাষা সব সময়ই বদলাতে থাকে। ভাষা কখনই স্থির হয়ে থাকে না। হাজার বছরের ব্যবধানে ভাষার অবস্থা একই রকম থাকে না। কারণ ভাষার ধর্মই হলো বদলে যাওয়া।

**ঘ.** ০ বাংলা ভাষার উৎপত্তির অতীত ইতিহাসের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

০ ভাষা মানুষের অনুভূতি প্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। আজকে আমরা যে বাংলা ভাষায় কথা বলি এক হাজার বছর আগে এ ভাষা ঠিক এমন ছিল না। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে বাংলা ভাষা।

০ উদ্দীপকে বাংলা ভাষা উৎপত্তির অতীত ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে। বাংলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাসে এসেছে উট্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতামত। তিনি মনে করেন ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে গৌড়ী প্রাকৃত থেকে জন্মে নিয়েছিল আধুনিক প্রাকৃত বাংলা ভাষা। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধেও বাংলা ভাষা উৎপত্তির অতীত ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে। উচ্চে এসেছে বাংলা ভাষার উৎপত্তির মতামত। তাঁর মতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গৌড়ী প্রাকৃতের পরিবর্তিত রূপ গৌড়ী অপস্তর থেকেই জন্ম নিয়েছে বাংলা ভাষা। আর এদিক থেকেই উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

- বি.** • আমি মনে করি উদ্দীপকটি 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিধিত্ব করে না।
- ভাষা নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই এটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্যই হলো বদলে যাওয়া। মানুষের মুখে মুখে ভাষা চলতে চলতে এটির ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে। এতে কয়েকশ বছর পর পূর্ববর্তী ভাষা থেকে ডিম একটি ভাষার জন্ম হয়।
- উদ্দীপকে বাংলা ভাষার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ডষ্টের মুহূর্মদ শহিদুল্লাহ মতামতের প্রাধান্য প্রকাশ পেয়েছে। তার মতে, ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে অর্থাৎ সপ্তম শতকে গৌড়ী প্রাকৃত থেকে আধুনিক প্রাকৃত বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছিল। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধেও নানা চড়াই-উত্তরাই পার হয়ে বাংলা ভাষার জন্মলাভের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বিষয়টিই 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের একমাত্র বিষয় নয়।
- 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে লেখক বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য দেশ ও জাতির ভাষার মূল 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের' কথা বর্ণনা করেছেন। লেখক প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে দুই মহান ভাষাপত্তিরের মতামতও আলোচনা করেছেন, যা প্রদত্ত উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। এসব কারণেই আমি মনে করি, উদ্দীপকটি আলোচ্য প্রবন্ধটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিধিত্ব করে না।

### প্রশ্ন ৩৪ রাজশাহী বোর্ড ২০১৪

অষ্টম শ্রেণির বাংলা ক্লাসে শিক্ষক বলেন, সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেনি। কিছু সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে এ ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়নি। তার অনেক কারণ আছে। সংস্কৃত হলো মৃতভাষা। সাধারণ মানুষ কথা বলত বিভিন্ন রকম প্রাকৃত ভাষায়। প্রাকৃতের পরবর্তী রূপ অপভ্রংশ। এই অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। ভাষাপত্তিগণও তাই প্রমাণ করেছেন। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে উদ্দীপকের এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে আছে অনেক ভাষা শাখা, সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ভারতীয় আর্যভাষা। এই ভারতীয় আর্যভাষা থেকে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের স্তর পেরিয়ে বাংলা ভাষার জন্ম।

- ক. পৃথিবীর আদি ভাষাগোষ্ঠীর নাম কী? ১  
 খ. কীভাবে একটি নতুন ভাষার জন্ম হয়? ২  
 গ. সংস্কৃতকে মৃতভাষা বলার কারণ 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. ভাষাপত্তিগণ কীভাবে বাংলা ভাষার জন্ম ইতিহাস প্রমাণ করেছেন? উদ্দীপক ও 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৩

- ক.** • পৃথিবীর আদি ভাষাগোষ্ঠীর নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী।  
**খ.** • ক্রমপরিবর্তনশীলতার মাধ্যমে একটি নতুন ভাষার জন্ম হয়।  
 • ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া। আজকের বাংলা ভাষা, এক হাজার বছর আগে ঠিক এমন ছিল না। এক হাজার বছর পরও ঠিক এমন থাকবে না। কারণ মানুষের মুখে মুখে ভাষার ধ্বনিরূপ বদলে যায়। রূপ বদলে যায় শব্দের এবং অর্থের বদল ঘটে। অনেকদিন কেটে গেলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে। আর এভাবেই একটি নতুন ভাষার জন্ম হয়।  
**গ.** • 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে বলা যায়, সমাজে বসবাসকারী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষা না হওয়ায় সংস্কৃতকে মৃতভাষা বলা হয়েছে।

• ভাষা হচ্ছে অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। জগতে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে ভাষা ব্যবহার করে। ভাষা মানুষের সামগ্রিক জীবনচারণ ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

• উদ্দীপকে দেখা যায়, অষ্টম শ্রেণির বাংলা ক্লাসে শিক্ষক বলেন, সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেনি। কিছু সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে এ ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়নি। তিনি আরও বলেন, সংস্কৃত হলো মৃতভাষা। উদ্দীপকে সংস্কৃতকে মৃতভাষা বলার কারণটি 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বৈদিক ব্যাকরণবিদরা নানা নিয়ম বিধিবন্ধ করে একটি মানসম্পন্ন ভাষা সৃষ্টি করেন। এই ভাষার নাম 'সংস্কৃত', অর্থাৎ বিধিবন্ধ, পরিশীলিত, শুল্ক ভাষা। সংস্কৃত ছিল সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা। তা কথ্য ছিল না। মানুষ কথা বলত নানা রকম 'প্রাকৃত' ভাষায়। যেহেতু সংস্কৃত ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— বিশেষ লোকসমাজে প্রচলিত ও কথ্যভাষা ছিল না, তাই ধীরে ধীরে তা মৃতের মতো স্থির হয়ে মৃতভাষায় পরিণত হয়।

**বি.** • ভাষাপত্তিগণ পৃথিবীর আদিভাষা জনগোষ্ঠীর সূত্রানুসারে বাংলা ভাষার জন্ম ইতিহাস প্রমাণ করেছেন।

• ভাষাতত্ত্ববিদ বা ভাষাপত্তিগণ পৃথিবীর অধিকাংশ সুগঠিত ভাষারই আদি উৎস খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছেন। তাতে দেখা যায়, হাতে গোনা কয়েকটি মূল ভাষাগোষ্ঠী থেকে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষার জন্ম হয়েছে।

• উদ্দীপকে অষ্টম শ্রেণির বাংলা ক্লাসে শিক্ষক বলেন, সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেনি। কিছু সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে এ ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়নি। কারণ সংস্কৃত তখন মৃতভাষা। সাধারণ মানুষ কথা বলত বিভিন্ন রকম প্রাকৃত ভাষায়। প্রাকৃতের পরবর্তী রূপ অপভ্রংশ। এই অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। ভাষাপত্তিগণও তাই প্রমাণ করেছেন। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে উদ্দীপকের এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে আছে অনেক ভাষা শাখা, সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ভারতীয় আর্যভাষা। এই ভারতীয় আর্যভাষা থেকে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের স্তর পেরিয়ে বাংলা ভাষার জন্ম।

• 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় আর্যভাষার পরিশীলিত রূপ বা সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্মের কথা বলা হলেও সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি ঘটেনি বাংলা ভাষার। বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে নানান আধুনিক ভারতীয় ভাষা— গুজরাটি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, হিন্দি, বাংলা প্রভৃতি। জর্জ আগ্রাহাম গ্রিয়ারসন ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, বহু প্রাকৃতের একটির নাম মাগধী প্রাকৃত। পূর্ব মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। এভাবেই ভাষা পত্তিগণ বাংলা ভাষার জন্ম ইতিহাস প্রমাণ করেছেন।

### প্রশ্ন ৩৫ নওগাঁ জিলা স্কুল

বাংলা ভাষা গোড়া পতনের যুগে সামান্য সংখ্যক শব্দ নিয়ে যাত্রা শুরু করলে নানা ভাষার সংশ্লিষ্ট এসে এর শব্দসম্পদের বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে তৃকি আগমন, মুসলিম শাসন ও ইংরেজ শাসনামলে প্রচুর আরবি, ফার্সি ও ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষার প্রবেশ করে। বাংলা ভাষা এসব ভাষার শব্দগুলোকে আপন করে নিয়েছে।

- ক. প্রাকৃত ভাষা কী? ১  
 খ. 'বাংলা সংস্কৃতের মেয়ে'— ব্যাখ্যা কর। ২  
 গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩  
 ঘ. "অনুকরণ নয় বরং নিয়মতাত্ত্বিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে বাংলা ভাষা।" উদ্দীপক ও 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে উন্নিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

► শিখনফল ৩

## ৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক।** • প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা।

**খ।** • সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষার এসেছে, এ কারণেই একদল লোক বাংলাকে সংস্কৃতের মেয়ে মনে করত।

• বাংলা ভাষাকে অনেকেই সংস্কৃতের দুষ্টু মেয়ে বলে অভিহিত করত। তারা যুক্তি দিত যে, সংস্কৃতের এ মেয়েটি মায়ের কথামতো চলেনি। তার মানে সংস্কৃত ভাষা পরিবর্তিত হতে হতে মূল ভাষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে। ফলে সংস্কৃতের সঙ্গে এখন আর তার খুব বেশি মিল পাওয়া যায় না। তবে সংস্কৃত ভাষার শব্দ বিদেশি ভাষার শব্দ তুলনামূলক বেশি আছে বাংলা ভাষায়। এসব কারণে বাংলাকে সংস্কৃতের মেয়ে বলা হয়েছে।

**গ।** • বাংলা ভাষার সৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাষার শব্দের সমাবেশের দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

• বাংলা ভাষা বহু পূরনো। নানা বিবর্তনের মাধ্যমে ভাষার রূপ বদল ঘটেছে। বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে এসে একটি ভাষা নিজের শব্দভাড়ারকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি ভাষা সৃষ্টি হয়।

• উদ্দীপকে বাংলা ভাষার সৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাষায় শব্দের সমাবেশের দিকটি আলোচিত হয়েছে। সৃষ্টির শুরুতে সামান্য কিছু শব্দ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন শাসকের শাসনামলে নানাভাবে প্রচুর তুর্কি, আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে। আর ওই শব্দগুলোকে বাংলা ভাষা আপন করে নেয়। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধেও বাংলা ভাষার সৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাষা ও সেই ভাষার শব্দসমূহের প্রভাবের দিকটি আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে সংস্কৃত, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি বিভিন্ন ভাষার শব্দের প্রভাব বাংলা ভাষায় লক্ষ করা যায়। এদিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ।** • "অনুকরণ নয় বরং নিয়মতাত্ত্বিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে বাংলা ভাষা।"- মন্তব্যটি যথার্থ।

• বাংলা ভাষা বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে আজকের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সংস্কৃত, তত্ত্ব, তৎসম, আরবি, ফারসি ভাষার বহু শব্দের সমন্বয়ে এ ভাষা গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন ভাষার এই শব্দগুলোকে বাংলা ভাষা আপন করে নিয়েছে।

• উদ্দীপকে বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারে বিভিন্ন ভাষার শব্দের সমাবেশের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। সৃষ্টির শুরু থেকেই বাংলা ভাষা বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে এসে শব্দসম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন শাসনামলে প্রচুর আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। আর নিয়মতাত্ত্বিকভাবে প্রবেশ করা এই শব্দগুলোকে বাংলা ভাষা আপন করে নিয়েছে। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধেও বাংলা ভাষার সৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাষার প্রভাবের বিষয়টি লক্ষ করা যায়। ব্যাকরণের নিয়ম মেনে নিয়মতাত্ত্বিকভাবেই এই শব্দসমূহ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

• 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে বাংলা ভাষা সৃষ্টির ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে। নানা পরিবর্তন ও বিভিন্ন ভাষার শব্দকে নিয়মতাত্ত্বিকভাবেই স্থান দিয়েছে বাংলা ভাষা। কোনো ভাষার অনুকরণ নয়, বরং ব্যাকরণের নিয়ম মেনেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলা ভাষা। উদ্দীপকেও বাংলা ভাষা সৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাষার শব্দের সংযোজনের বিষয়টি উঠে এসেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, অনুকরণ নয় বরং নিয়মতাত্ত্বিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলা ভাষা। তাই প্রশ়্নাক্ষেত্রে মন্তব্যটি যথার্থ।

## প্রশ্ন ১৬ চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল

ভাষা পরিবর্তনশীল। যে ভাষা পরিবর্তিত হতে পারে না, তা মরে যায়। আমরা এখন যে ভাষায় কথা বলি তা অনেক বছর ধরে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। আমাদের বাংলা ভাষায় এখনও বিবর্তনের ধারা অব্যাহত আছে।

ক. প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম কী? ১

খ. "সংস্কৃত ভাষাই বাংলার জননী"- কথাটি কেন বলা হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৩

ঘ. "ভাষা পরিবর্তিত না হলে তা মরে যায়" উক্তিটির যথার্থতা উদ্দীপক ও 'বাংলা ভাষার জন্মকথা'র আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

## ৬নং প্রশ্নের উত্তর

» শিখনফল ৩

**ক।** • প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম অপদ্রংশ।

**খ।** • "সংস্কৃত ভাষাই বাংলার জননী"- কথাটি বলা কারণ হলো সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দই বাংলা ভাষায় এসেছে।

• ভাষা পরিবর্তনশীল। বাংলা ভাষা একসময় এ রকম ছিল না। আজ থেকে ১০০ বছর আগেও কারও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে। কেউ জানত না এ ভাষার বয়স কত। তবে সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয় বাংলা ভাষায়। এ কারণে বলা হয়েছে সংস্কৃত ভাষাই বাংলার জননী।

**গ।** • উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের ভাষার পরিবর্তনের দিকটি সাদৃশ্য রয়েছে।

• ভাষা নদীর মতো প্রবহমান। এক জায়গায় তা স্থির থাকে না, নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় নতুন ভাষা। কখনো কখনো ভাষার রূপ ও অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে।

• উদ্দীপকে বলা হয়েছে ভাষা পরিবর্তনশীল। যে ভাষা পরিবর্তিত হতে পারে না তা মরে যায়। আমরা এখন যে ভাষার কথা বলি তা অনেক বছর ধরে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। এখনও বিবর্তনের ধারা অব্যাহত আছে। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধেও ভাষা পরিবর্তনের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। বলা হয়েছে ভাষার ধর্মই হলো বদলে যাওয়া। আজ আমরা যে বাংলা ভাষায় কথা বলি এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। এক হাজার বছর পরও এই ভাষা বর্তমান রূপে থাকবে না। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধর্মনি। বদল ঘটে শব্দের অর্থেরও। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের ভাষার পরিবর্তনের দিকটির মিল রয়েছে।

**ঘ।** • "ভাষা পরিবর্তন না হলে তা মরে যায়"- উক্তিটি যথার্থ।

• কোনো এক বিশেষ জাতি-গোষ্ঠীর ভাব প্রকাশের সম্মিলিত ও স্বীকৃত ধর্মনি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ভাষার সূত্রপাত। তবে ভাষার এ জন্মরূপ স্থির থাকে না। ক্রমেই তা পরিবর্তিত হয়।

• উদ্দীপকে বলা হয়েছে ভাষা পরিবর্তনশীল। যুগে যুগে ভাষা বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন রূপ লাভ করে। যে ভাষা পরিবর্তিত হতে পারে না বা একই জায়গায় স্থির থাকে সেই ভাষাটি কালক্রমে মরে যায়। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধেও এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। লেখকের মতে, ভাষার ধর্মই হলো বদলে যাওয়া। মানুষের মুখে মুখে প্রতিনিয়ত বদলে যায় ভাষার ধর্মনি। যে ভাষাগুলো মানুষ দৈনন্দিন কথোপকথনে ব্যবহার করে না তা একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায় কিংবা মরে যায়। আর যে ভাষাগুলো মানুষ চর্চা করে তা দিনের পর দিন বদলাতে বদলাতে নতুন রূপ ধারণ করে।

• উদ্দীপক ও আলোচ্য প্রবন্ধের আলোকে বলতে পারি যে, ভাষার ধর্মই হলো সদা পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন হতে না পারলে ভাষার নতুন রূপ সৃষ্টি হয় না। ফলে ভাষাটির মৃত্যু ঘটে। উভয় জায়গায় ভাষার পরিবর্তনশীলতার কথা বলার মধ্য দিয়ে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নাক্ষেত্রে মন্তব্যটি যথার্থ।



**প্রশ্ন ০৭। দিনাজপুর জিলা ক্ষেত্র**

- (i) উনিশ শতকের শেষের দিকে একজন বিদেশি পণ্ডিত জর্জ গ্রিয়ার্সন তাঁর একটি প্রবন্ধে প্রথম বলেন, 'মাগধী প্রাকৃত' নামক একটি ভারতীয় উপভাষার পূর্বাঞ্চলীয় বিশেষ এক রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।
- (ii) পুরাতন পণ্ডিতদের ধারণা ছিল সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।
- ক. প্রাকৃত ভাষাগুলোকে কী বলা হয়? ১
- খ. বাংলা ভাষার উভব সম্পর্কে আত্মাহাম গ্রিয়ারসনের মতামত ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. (ii) নং উদ্দীপকে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকটি তুলে ধর। ৩
- ঘ. 'মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম'- প্রবন্ধ ও উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

**৭নং প্রশ্নের উত্তর**

► শিখনফল ১ ও ৩

- ক.** • প্রাকৃত ভাষাগুলোকে বলা হয় মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা।
- খ.** • বাংলা ভাষার উভব সম্পর্কে আত্মাহাম গ্রিয়ারসন বলেন, মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি।
- মাগধী হলো প্রাকৃত ভাষার একটি শাখার নাম। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত ভাষার প্রচলন ছিল। পূর্বাঞ্চলে যে প্রাকৃত ভাষার প্রচলন ছিল, সেই প্রাকৃত ভাষার একটি শাখা মাগধী থেকে সৃষ্টি হয় বাংলা ভাষা। তিনি বাংলা ভাষার উভব সম্পর্কে সর্বপ্রথম স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করেন।
- গ.** • (ii) নং উদ্দীপকে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকটি হলো— সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।
- ভাষা পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাষা এক রূপ থেকে অন্য রূপ গিয়ে পৌছায়। কখনো ভাষা স্থির থাকে না। ভাষার গতিশীলতাকে নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করা হয়।
- (ii) নং উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। অর্থাৎ সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক রয়েছে। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধেও এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। একদল লোক মনে করতেন সংস্কৃতই বাংলার জননী। কারণ সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। আবার অনেক শব্দ সরাসরি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে। তাই (ii) নং উদ্দীপকে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকটি হচ্ছে— সংস্কৃত থেকে বাংলার ভাষার জন্ম।

**ঘ.** • "মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম"- উক্তিটি যথার্থ।

- ভাষা মানুষের অনুভূতি প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। ভাষা হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় না। ধীরে ধীরে বিবর্তনের মাধ্যমে ভাষার রূপ বদলে যেতে থাকে।
- (i) নং উদ্দীপকে উনিশ শতকের শেষের দিকে একজন বিদেশি পণ্ডিতের ভাষা সম্পর্কিত মতামতের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর মতে, মাগধী প্রাকৃত নামক একটি ভারতীয় উপভাষার পূর্বাঞ্চলীয় বিশেষ এক রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধেও এই বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে বহু প্রাকৃতের একটি নাম মাগধী প্রাকৃত। জর্জ গ্রিয়ারসনের মতে মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নেয় বাংলা ভাষা।
- 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে বলা হয়েছে মানুষ কথা বলত প্রাকৃত ভাষায়। আর এই প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। উদ্দীপকেও মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্মের কথা বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, উক্তিটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ০৮। বিষয় : ভাষার পরিবর্তনশীলতা ও বাংলা ভাষার উৎস।**

- প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিপুল পরিমাণ শব্দ বেশ নিয়মকানুন মেনে রূপ বদলায় মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় অর্থাৎ প্রাকৃতে। পরিণত হয় প্রাকৃত শব্দে। শব্দগুলো গা ভাসিয়ে দিয়েছিলো পরিবর্তনের মৌলে। প্রাকৃতে আসার পর আবার বেশ নিয়মকানুন মেনে তারা বদলে যায়। পরিণত হয় বাঙ্গলা শব্দে। এগুলোই তড়ব শব্দ। এ পরিবর্তনের মৌলে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই শুধু আসেনি। এসেছে আরো কিছু ভাষা থেকে। তবে তড়ব শব্দগুলো সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই শুধু আসেনি।
- ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া যায় কোথায়? ১
- খ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের কোন বিষয়টি প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. নানা ভাষার মিলনে গঠিত বাংলা ভাষা, যা উদ্দীপক ও 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে সমভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।— মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

**৮নং প্রশ্নের উত্তর**

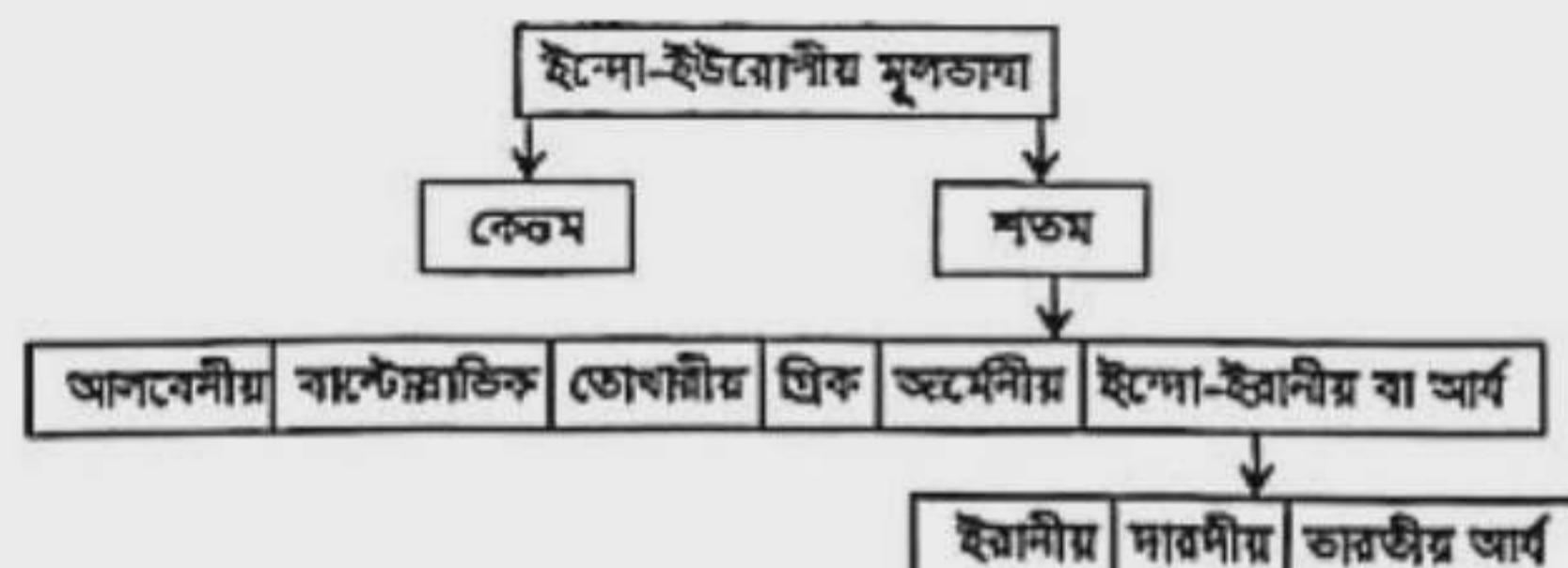
► শিখনফল ৩

- ক.** • প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া যায় ঝঘনের মন্তব্যগুলোতে।
- খ.** • প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলতে ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপগুলোকে বোঝায়।
- আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বিস্তৃত। আর প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলতে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা উভয়কে বোঝায়। কারণ এ দুটি ভাষাতেই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ছান্দটি রক্ষিত আছে।
- গ.** • উদ্দীপকের প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের ভাষার পরিবর্তনশীলতার বিষয়টি প্রকাশ করে।
- ভাষা পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তন নদীর সাথে তুলনা করা যায়। নদী যেমন গতিশীল, ভাষাও তেমনই। নদী যেমন মাঝে মাঝে বাঁক নেয় ভাষাও তেমনই বাঁক নেয়।
- উদ্দীপকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃতে রূপ নেয়। এরপর নিয়মকানুন মেনে তড়বরূপে পরিণত হয়েছে বাংলা ভাষায়। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধেও অনুরূপ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। সেগানেও আর্যভাষা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের আর্যভাষা 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের ভাষার পরিবর্তনশীলতার দিকটি প্রকাশ করে।
- ঘ.** • নানা ভাষার মিলনে গঠিত বাংলা ভাষা, যা উদ্দীপক ও 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে সমভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।— মন্তব্যটি যথার্থ।
- বাংলা ভাষা বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে আজকের রূপ পরিপ্রেক্ষ করেছে। সংস্কৃত, তড়ব, তৎসম, আরবি, ফারসি ভাষার বহু শব্দের মাধ্যমে এ ভাষা গড়ে উঠেছে এবং সেগুলোকে বাংলা ভাষা আপন করে নিয়েছে।
- উদ্দীপকে বাংলা ভাষার গঠনরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এ ভাষাটি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে প্রাকৃতে, এরপর তা তড়বরূপে বাংলায় প্রবেশ করেছে। অন্যদিকে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধেও একই বিষয়বস্তুর প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলা ভাষা এককভাবে গঠিত হয়নি; বরং নানা ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে।
- পৃথিবীর কোনো ভাষাই নিজে নিজে গড়ে ওঠেনি। বাংলা ভাষাও তেমনই। কেননা এ ভাষায় সংস্কৃত, আরবি, ফারসি প্রভৃতির মিলন ঘটেছে, যা উদ্দীপক ও প্রবন্ধে সমভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

## অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

## মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

১.



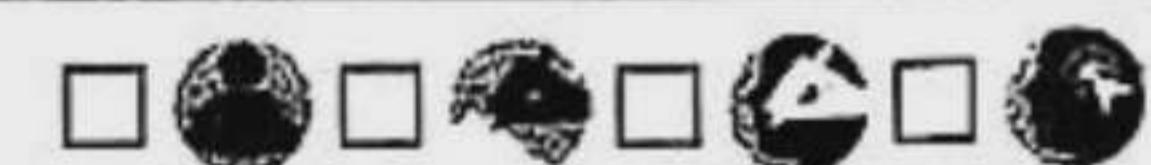
- ক. 'অলৌকিক ইস্টিমার' কাব্যগ্রন্থটি কার রচিত? ১  
 খ. প্রাকৃত ভাষা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২  
 গ. উদ্দীপকে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. "উদ্দীপকের ছকে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা'র আংশিক চিত্র ফুটে উঠলেও পরিপূর্ণ রূপটি অনুপস্থিত।"- তোমার মতামত দাও। ৪

২. সিপন নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষ। একটি জরুরি কাজে তাকে রাজশাহী যেতে হয়েছে। সেখানে গিয়ে সে কারও কথা বুঝতে পারে না। আবার তার কথাও অনেকে বুঝতে পারে না। সে চিন্তা করে দেখল অঞ্চলভেদে ভাষা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। এভাবে পরিবর্তিত হতে হতে এক সময় বাংলা ভাষা থেকে হয়তো আরেকটি নতুন ভাষার জন্ম হবে।  
 ক. 'অপদ্রংশ' কথাটির অর্থ কী? ১  
 খ. 'বাংলা সংস্কৃতের মেয়ে'- ব্যাখ্যা কর। ২  
 গ. উদ্দীপকে বাংলা ভাষার যে প্রবণতার কথা তুলে ধরা হয়েছে তা 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে আলোচনা কর। ৩  
 ঘ. উদ্দীপকে নতুন ভাষা সৃষ্টির যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

## ▶ জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



## টপিকের ধারায় প্রণীত



## ▣ প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন ১। 'ভাষাতাত্ত্বিক' কাদের বলা হয়? [রাজেন্দ্রপুর ক্যান্ট; পাবলিক মুল ও কলেজ, গাজীপুর; ক্যাটনমেট পাবলিক মুল ও কলেজ, রংপুর]

উত্তর : ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেন তাদেরকে 'ভাষাতাত্ত্বিক' বলা হয়।

প্রশ্ন ২। প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি— এই মত প্রথমে কে প্রকাশ করেন? [বগুড়া ক্যাটনমেট পাবলিক মুল ও কলেজ]

উত্তর : প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি— এই মত প্রথমে প্রকাশ করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

প্রশ্ন ৩। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কীভাবে?  
 [সংস্কৃত সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে গোড়ী অপদ্রংশ থেকে।

প্রশ্ন ৪। 'বিধিবন্ধ' শব্দের অর্থ কী?  
 [শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া মুল এড কলেজ, সিলেট]

উত্তর : 'বিধিবন্ধ' শব্দের অর্থ— নিয়ম দ্বারা শাসিত, নিয়মের অধীন।

প্রশ্ন ৫। ভাষা কীসের মতো জন্ম নেয় না?

উত্তর : ভাষা মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় না।

প্রশ্ন ৬। বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে কীভাবে?

উত্তর : ভাষার বদল ঘটে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।

প্রশ্ন ৭। 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে বাংলা ভাষাকে কার মেয়ে বলা হয়েছে?

উত্তর : 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার মেয়ে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮। উনিশ শতকের একদল লোকের মতে, বাংলা ভাষার সাথে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক কেমন?

উত্তর : উনিশ শতকের একদল লোকের মতে, বাংলা ভাষার সাথে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক বেশ দূরের।

প্রশ্ন ৯। সংস্কৃত কাদের লেখার ভাষা ছিল?

উত্তর : সংস্কৃত ছিল সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা।

প্রশ্ন ১০। মাগধী প্রাকৃতের কোন অঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নেয় বাংলা ভাষা?  
 উত্তর : মাগধী প্রাকৃতের পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নেয় বাংলা ভাষা।

প্রশ্ন ১১। জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন কী সম্পর্কে স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন?

উত্তর : জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন ১২। ভারতীয় আর্দ্ধভাষা কী?

উত্তর : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবৎশের একটি শাখার নাম।

প্রশ্ন ১৩। কখন সংস্কৃত ভাষা বিধিবন্ধ হয়েছিল?

উত্তর : সংস্কৃত ভাষা বিধিবন্ধ হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অ�্দের আগেই।

প্রশ্ন ১৪। ভারতীয় আর্দ্ধভাষার প্রথম স্তরের নাম কী?

উত্তর : ভারতীয় আর্দ্ধভাষার প্রথম স্তরের নাম বৈদিক ভাষা।

প্রশ্ন ১৫। সংস্কৃত কার হাতে চূড়ান্তভাবে বিধিবন্ধ হয়?

উত্তর : ব্যাকরণবিদ পাণিনির হাতে সংস্কৃত চূড়ান্তভাবে বিধিবন্ধ হয়।

## ▣ প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন ১। "বাংলা ঠিক সংস্কৃতের কল্যান নয়।"- কেন?

[ক্যাটনমেট পাবলিক মুল ও কলেজ, রংপুর]

উত্তর : একদল ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক দূরের, তাই বাংলা ঠিক সংস্কৃতের কল্যান নয়।

সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হওয়ায় একদল ভাষাতাত্ত্বিক সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার জননী মনে করতেন। তবে

উনিশ শতকেই আরেক দল ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক বেশ দূরের। তাদের মতে সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হলেও বাংলা ঠিক সংস্কৃতের কল্যান নয়। কারণ

সংস্কৃত ছিল সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা। আর মানুষ তখন কথা বলত নানা রকম 'প্রাকৃত' ভাষায়। এ কারণে তাঁরা মনে করতেন প্রাকৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার উভব হয়েছে।



প্রশ্ন ২। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে যে মত পোষণ করেছেন তা বর্ণনা কর। [রাজেন্দ্রপুর কাট, পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর]

উত্তর : বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিকের চেয়ে তিনি মত পোষণ করেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, গৌড়ী প্রাকৃতেরই পরিণত অবস্থা গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে উৎপত্তি ঘটে বাংলা ভাষার। তিনি মনে করেন প্রাকৃতের একটি রূপ গৌড়ী প্রাকৃত এবং এর পরিণত অবস্থা থেকে উৎপত্তি ঘটে বাংলা ভাষার। গৌড়ী প্রাকৃতের পরিবর্তিত রূপ গৌড়ী অপভ্রংশ থেকেই জন্ম নিয়েছে বাংলা ভাষা।

প্রশ্ন ৩। ভারতীয় আর্যভাষার বিবরণ দাও। [বিগুড়া কাস্টমেট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

উত্তর : ভারতীয় আর্যভাষা হলো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের একটি শাখা। ভাষাতাত্ত্বিকেরা পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাগুলোকে কয়েকটি ভাষাবংশে ভাগ করেছেন। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের আছে অনেক ভাষা-শাখা। যার একটি হচ্ছে ভারতীয় আর্যভাষা। ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন ভাষাগুলোকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা।

প্রশ্ন ৪। বাংলা সংস্কৃত ভাষার নিয়মমতো চলেনি বলে একদল পণ্ডিত মনে করেন— ‘বাংলা সংস্কৃতের দুর্ট মেয়ে’।

উত্তর : একদল পণ্ডিত মনে করতেন সংস্কৃত ভাষাই বাংলা ভাষার জননী। এমন মনে করার কারণ সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তবে এ মেয়ে সংস্কৃতের দুর্ট মেয়ে, কারণ সে মায়ের কথা মতো চলেনি। সংস্কৃত ভাষার সাথে বাংলা ভাষার পার্থক্য দেখে পাণ্ডিতরা মন্তব্যটি করেন। কারণ শুধু সংস্কৃত শব্দ নয়, বাংলা ভাষার শব্দভাঙ্গার সমন্বয় হয়েছে আরবি, ফারসি, হিন্দি, ফরাসি ইত্যাদি ভাষার শব্দে।

প্রশ্ন ৫। আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার উৎপত্তি কীভাবে হয়?

উত্তর : বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা। আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা বলতে বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ভাষাকে বোঝায়। এগুলোর উৎপত্তি হয়েছিল প্রাকৃত ভাষার শেষ স্তর অপভ্রংশ থেকে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তরের নাম অপভ্রংশ অর্থাৎ যা খুব বিকৃত হয়ে গেছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার শাখাগুলো হলো বৈদিক বা বৈদিক সংস্কৃত, সংস্কৃত এবং অপভ্রংশ। আর অপভ্রংশ থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটে।

## অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান

## পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত

**কর্ম-অনুশীলন** **ক** বাংলা ভাষার উৎপত্তি নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে হুমায়ুন আজাদ রচিত ‘কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী’ শীর্ষক গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারলে ভালো হয়)। ► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-৭।

**সমাধান :**

কাজের ধরন : দলগত কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।

কাজের নির্দেশনা : নিকটস্থ কোনো গ্রন্থাগার থেকে ‘কতো নদী সরোবর’ বা ‘বাঙলা ভাষার জীবনী’ শীর্ষক বইটি সংগ্রহ করে নাও। বই সবাই মনোযোগ দিয়ে পড়ে বাংলা শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় নিজেরা একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর।

**কর্ম-অনুশীলন** **ক্ষ** তোমার এলাকার আঞ্জলিক শব্দের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দাও (একক কাজ)। ► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-৭।

**সমাধান :**

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের এলাকার আঞ্জলিক শব্দের বৈচিত্র্য বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারবে।

কাজের বর্ণনা : আমি ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাসিন্দা। আমার এলাকার কয়েকটি আঞ্জলিক শব্দ হলো—

আদর্শ শব্দ	আঞ্জলিক শব্দ
নারকেল	নাইরল
শশা	হশা
সাপ	হাপ
খোসা	ছুগলা
শুকনা	হুকনা
চিরুনি	কাহই
হলুদ	অলদি
মরিচ	মইচ
ঝাড়	জাড়া
কাঁথা	খেতা



## সুপার সাজেশন



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন

প্রিয় শিক্ষার্থী, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ গদ্যটিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, সূজনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। 100% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।

শিরোনাম	৭৫ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	৫৫ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
০ বহুনির্বাচনি প্রশ্নেও	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নেও ভালোভাবে শিখে নাও।	
০ সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৪	৫, ৮
০ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৩, ৪, ৬	৮, ১০, ১২, ১৫
০ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩	৫

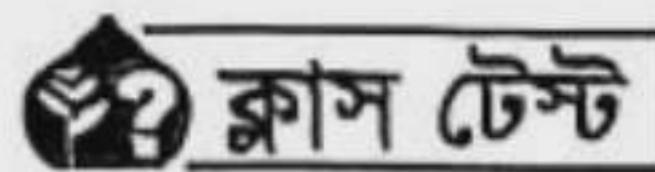
এক্সকুলিসিট টিপস ► সূজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যোচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোভরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।



# যাচাই ও মূল্যায়ন



অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে  
ক্লাস টেস্ট আকারে উপসংবিধিত প্রশ্নব্যাংক



ବାଂଲା ପ୍ରଥମ ପତ୍ର

ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣି

## বহুনির্বাচনি অঙ্গীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$$2 \times 2\ell = 2\ell$$

| সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভিক্ষার উভরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উভরের বৃত্তি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উভর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না। |

১. বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে এসেছে?  
Ⓐ বৈদিক Ⓑ সংস্কৃত  
Ⓑ প্রাকৃত Ⓒ অপভ্রংশ

২. সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা  
ছিল কোনটি?  
Ⓐ সংস্কৃত Ⓑ প্রাকৃত  
Ⓑ বাংলা Ⓒ মারাঠি

৩. পূর্ব মাগধী অপভ্রংশ থেকে উচ্চ ভাষা কোনটি?  
Ⓐ বাংলা Ⓑ মেঘিলি  
Ⓑ মাগধি Ⓒ ভোজপুরিয়া

৪. কোনটি আধুনিক ভারতীয় আর্থভাষা?  
Ⓐ হিন্দি Ⓑ সংস্কৃত  
Ⓑ বৈদিক Ⓒ আসামি

৫. ভারতীয় আর্থ-ভাবান্তর কয়টি?  
Ⓐ তিনটি Ⓑ চারটি  
Ⓑ পাঁচটি Ⓒ ছয়টি

৬. কোন ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় বিদ্যমান?  
Ⓐ হিন্দি Ⓑ সংস্কৃত  
Ⓑ পশ্চত্তু Ⓒ হিন্দু

৭. 'সংস্কৃতের দুষ্ট মেয়ে' বলতে কাকে বোঝানো  
হয়েছে?  
Ⓐ বাংলা Ⓑ হিন্দি  
Ⓑ ফারসি Ⓒ ওড়িয়া



বাঙ্গালা ভাষার শীর্ণিদি। সেই দিন হইতে শুক্ত  
তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

তথ্যসূত্র : বাঙ্গালা ভাষা— বঙ্গমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১২. প্রবন্ধ সম্বন্ধে উদ্দীপকে অনুসৃত হয়েছে—
  - i. বাংলা ভাষার ওপর সংস্কৃতপ্রিয়তার প্রভাব
  - ii. বাংলা ভাষায় প্রাণ সঞ্চারের ইতিবাচক সূত্র
  - iii. সংস্কৃতকে গ্রহণ করে বাংলার প্রগল্ভ  
আচরণের ভাষ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(৩) i ও ii      (৪) i ও iii      (৫) ii ও iii      (৬) i, ii ও iii
১৩. "টেকটান্ড ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে  
কুঠারাঘাত করিলেন।" এই বাক্যের  
'বিষবৃক্ষ' শব্দটি হলো—
 

(৩) বাংলা ভাষা	(৪) প্রাকৃত ভাষা
(৫) সংস্কৃত ভাষা	(৬) মেথিলি ভাষা
১৪. ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তরটির নাম কী?
 

(৩) বৈদিক	(৪) সংস্কৃত
(৫) প্রাকৃত	(৬) অপদ্রংশ
১৫. প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে—
 

(৩) কথ্য ভাষা	(৪) লেখ্য ভাষা
(৫) শব্দ ভাষা	(৬) নতুন ভাষা

## সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

$$20 \times 2 = 20$$

যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

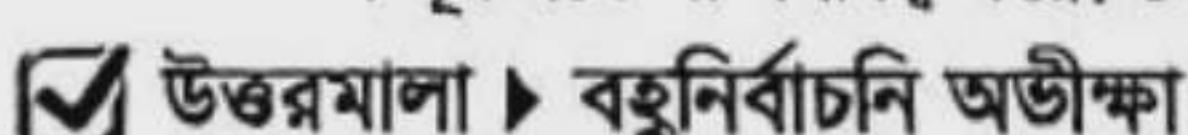
- ১। অষ্টম শ্রেণির বাংলা ক্লাসে শিক্ষক বলেন, সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেনি। কিছু সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহার হলেও প্রকৃতপক্ষে এ ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়নি। তার অনেক কারণ আছে। সংস্কৃত হলো মৃতভাষা। সাধারণ মানুষ কথা বলত বিভিন্ন রূক্ষ প্রাকৃত ভাষায়। প্রাকৃতের পরিবর্তী রূপ অপভ্রংশ। এই অপভ্রংশ থেকে বিভিন্ন ভাষার মতোই বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। ভাষাপদ্ধতিগণও তাই প্রমাণ করেছেন।

ক. পৃথিবীর আদি ভাষাগোষ্ঠীর নাম কী? ১  
 খ. কীভাবে একটি নতুন ভাষার জন্ম হয়? ২  
 গ. সংস্কৃতকে মৃতভাষা বলার কারণ 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. ভাষাপদ্ধতিগণ কীভাবে বাংলা ভাষার জন্ম ইতিহাস প্রমাণ করেছেন? উদ্ধীপক ও 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। ডষ্টেন মুহুম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙলা ভাষার জন্মলগ্নের খোজে একটু বেশি অতীতে যেতে ভালোবাসেন। তিনি মনে করেন ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে, অর্ধাংশ সন্তুষ্ট শতকে, গৌড়ী প্রাকৃত থেকে জন্ম নিয়েছিলো আধুনিকতম প্রাকৃত বাংলা ভাষা।

ক. ভারতীয় আর্যভাষার স্তর কয়টি? ১  
 খ. 'ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া'— কথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২  
 গ. কোন দিক দিয়ে উদ্ধীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্ধীপকটি 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধটিকে সম্পর্ণভাবে প্রতিনিধিত্ব করে? তোমার মতামত দাও। ৪

- |    |   |   |
|----|---|---|
| ৩। | ভাষার জন্ম জীবের জন্মের ন্যায় নয়। অমৃক সন তারিখে অমৃক ভাষার জন্ম হইয়াছে, এরূপ কথা আমরা বলতে পারি না। ভাষা নদী প্রবাহের ন্যায়, বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন নাম। যখন একটা ভাষা প্রবাহের মধ্যে কোনও সময়ের ভাষা তাহার পরবর্তী ভাষাভাষীদিগের নিকট একটি নতুন ভাষা বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহার নৃতন নামকরণ হইয়া থাকে। |   |
| ক. | 'শতাঙ্গী' শব্দের অর্থ কী?   | ১ |
| খ. | প্রাকৃত ভাষা বলতে কী বোঝ?   | ২ |
| গ. | উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের পার্দক্ষ্য দেখাও।   | ৩ |
| ঘ. | উদ্দীপকের বক্তব্য 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে প্রমাণ কর।  | ৪ |
| ৪। | ভাষা পরিবর্তনশীল। যে ভাষা পরিবর্তিত হতে পারে না, তা যরে যায়। আমরা এখন যে ভাষায় কথা বলি তা অনেক বছর ধরে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। আমাদের বাংলা ভাষার এখনও বিবর্তনের ধারা অব্যাহত আছে।   |   |
| ক. | প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম কী?  | ১ |
| খ. | 'সংস্কৃত ভাষাই বাংলার জননী'- কথাটি কেন বলা হয়েছে?  | ২ |
| গ. | উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের তুলনামূলক আলোচনা কর।  | ৩ |
| ঘ. | 'ভাষা পরিবর্তিত না হলে তা যরে যায়'- উত্তিত্রি-যথার্থতা উদ্দীপক ও 'বাংলা ভাষার জন্মকথা'র আলোকে বিশ্লেষণ কর।   | ৪ |



১ ঘ ২ ক ৩ ক ৪

উত্তরসূত্র ▶ সুজনশীল প্রশ্ন